SAHAR
A book of Bengali poems
by Pranab Bandyopadhyay



প্রথম প্রকাশ । ফাল্গুন ১৩৫৮

প্রকাশক । দেবকুমার বসু
বিশ্বজ্ঞান । ৯।৩ টেমার লেন । কলিকাতা ৯

মুদ্রক । শ্রীবিভাস কুমার গুহঠাকুরতা
ব্যবসা-ও-বাণিজ্য প্রেস
৯।৩ রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট । কলিকাতা ৯

প্রচ্ছদ । দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

সূচীপত্র

শহর	...	৯
পাথর	...	১২
বেমানান	...	১৩
ইলা রায়	...	১৪
নাটক	...	১৬
নাগরিক	...	১৭
ডালহৌসী	...	১৮
বিংশ শতাব্দী	...	১৯
নাবিক	...	২০
হুগলী নদী	...	২১
মহাশয়	..	২৩
মানুষের গাড়ী	...	২৫
দৈনন্দিন	...	২৬
অসাবধানী	...	২৭
কলেজ স্ট্রীট	...	২৮
অনুযোগ	...	৩০
তের নম্বর বস্তি	...	৩১
শিকার	...	৩৩
কেরানী	...	৩৪
বেকার	...	৩৬
ছেলেরা মেয়েরা	...	৩৭
মোটরগাড়ী	...	৩৮
কালো টাকা	...	৪০
অপহরণ	...	৪১
পরস্পর	...	৪২
প্রেমমূর্তি		৪৩

সূচীপত্র

অপরিচয়	...	৪৪
সন্ধি	...	৪৫
স্মাগলার	...	৪৬
ইতিহাস	...	৪৭
অঙ্গীকারে	...	৪৮

শহর

এই কবির

ইস্তাহার মুসাফির

কাদামাটির দুর্গ

শহর

সভ্যতার যাদুঘর সুন্দর শহর,
হাতে গড়া মনোরম নগর বন্দর।
আলো আর আশা দিয়ে বাঁধা হেথা বাসা,
রঙমাখা জীবনের রূপ হেথা খাসা।

আকাশের রঙ হেথা যেন ফ্যাকাশে,
বাতাসের বুক ভরে গেছে দীর্ঘশ্বাসে।
সূর্যের আলোয় ইট পাথর ফাটে,
প্রহর গুণিয়া হেথা রজনী কাটে।

এখানের মানুষেরা কলের পুতুল,
এখানে সুগন্ধ ফুল, তাও যেন ভুল!
এখানের ইতিহাসে নগ্ন পরিচয়,
অর্থহারা এখানের জয় পরাজয়।

এখানে সবুজটুকু, তাও যেন ম্লান,
এখানে বিগ্রহের চেয়ে পূজারীর মান।
এখানের জলবায়ু অতি কলুষিত,
মানুষের কণ্ঠ হেথা শুষ্ক তৃষিত।

এখানে হিমেল বায়ু বহে না তো রাতে ;
সূর্য তার স্পর্শ মাখে মুষ্টিবদ্ধ হাতে
রঙচটা গম্বুজের রুক্ষ দেয়ালে।
এখানে পথের ধূলো ওড়ে খেয়ালে।

হে বন্ধু, কখনও যদি আসো এদিকে,
জীবনের রঙ, দেখো, হয়ে গেছে ফিকে

মিছিল পড়েছে ঢাকা ক্ষুধার্ত নিশানে,
ধূসর ধূম্রজাল অন্ধ আসমানে।

কষ্টিপাথর, তাও কলুষিত হল,
সমাজের ছিদ্র তরী করে টলমল,
যাত্রী আর নাবিকের শবে নাহি দূর ;
দ্বারে দ্বারে প্রহরীরা হল তন্দ্রাতুর।

তুমি তো দেখনি কভু এত ম্লান ছবি !
শবের হিসেব রাখে এ দেশের কবি,
এখানে জীবন নয় মদের পেয়ালা,
দরিদ্রের মৃত্যু হেথা তামাসার খেলা।

তবুও পতঙ্গদল পাগলের প্রায়
শহরের মোহময় আকর্ষণে ধায়
নানান প্রান্ত থেকে নানা পথ ধরে
মুছে দিয়ে ছায়াছবি বনে প্রান্তরে।

বিজ্ঞানের চাকচিক্যে যাদুর মতন
মায়ার কাজলে আঁকা বিমূঢ় নয়ন,
শ্রান্ত মন জীর্ণ তনু। তবু মনে হয়,
মরীচিকা খেলাঘর বড় মধুময়।

স্বভাবে পোষাকে সভ্য সমাজেই বাস,
ফিটফাট জীবনের ধারা বার মাস
অভ্যাসে পরিণত রুটিনের মতো,
মেপে মেপে চলা বলা, আর কব কত !

এ হেন শহরে তবু প্রাণের পরশ
নিশ্চয়ই আছে, কিছু রূপ কিছু রস
অলিতে গলিতে আর আনাচে কানাচে,
হয়তো বা তোমার বা আমারই কাছে।

মনে হয়, গ্রাম্য দিন নগ্ন পরিচয়
বহু দূরে বিস্মৃতির কোলে পড়ে রয়,
সে যেন অমবস্যার কলঙ্করেখা
পূর্ণিমা গগনে তাকে যায় না তো দেখা !

তুমি আমি আমাদেরই ব্যঙ্গ কবিতা
উচ্চ কণ্ঠে উচ্চারণ করে ফিরি, মিতা !
এসো, এই সুদর্শন কঠিন গহ্বরে
তিলে তিলে প্রাণটাকে ঢোকাই কবরে।

পাথর

প্রাসাদের চূড়া থেকে দেখা যায় শহরের পীচ ঢালা পথে
পিপীলিকা মানুষেরা ছলনা ছায়ার মতো তুচ্ছ নগণ্য,
ব্যস্তগতি যানবাহনের সারি আরশোলা ইঁদুরের মতো,
আকাশের কাছাকাছি প্রাসাদের শীর্ষদেশ গরিমায় ধন্য।

প্রাসাদের শ্বেত পাথরের ঘরে শান্তির শীতল সুখশয্যা,
শহরের ফুটপাথে ধূসর পাথর তপ্ত দীর্ণ অমসৃণ,
পাহাড়ের জঙ্গলের নগ্ন পাথরের রূপে প্রাণের প্রতীক
নিখাদ নিষ্কলঙ্ক আশ্চর্য স্নেহস্পর্শে জাগে প্রতিদিন।

প্রাসাদের অধিবাসী পাথরের মতো শক্ত স্থূল মানুষেরা
প্রাচীন যুগের মিউজিয়মের সুরক্ষিত বাক্সবন্দী মমি,
রাজপথে গলিপথে লক্ষ লক্ষ মানুষের ছায়ার কায়ারা
অশরীরী আত্মায় ধন্য হয় সেই সব মূর্তিকে নমি।

জীবনের কাঠামোর কারিগরী ব্লু-প্রিণ্টে অতি পরিচিত
শহরের নানা পথে পাথরের সব কালো দেয়াল আবৃত।

বেমানান

রাজপথে ধুলোর ঝড়।
মোটরের জানালার কাচ তুলে দিয়ে গতি বাড়িয়ে দিতে হয়।
ফুটপাথে ড্রেনের পাশে বাস্তুহারাদের সংসার।
তিনখানা ইটের ওপর টুকরো কাঠপাতার আগুনে
হাঁড়িতে ভাত ফোটে। ধুলোয় খাদ্যের পরিমাণ বাড়ে।

সূর্যের তেজে রঙিন কাচের চশমা পরতে হয়।
সেই কাচে পৃথিবীর পরম কুৎসিত অংশটাকেও
সেই কাচে পৃথিবীর পরম কুৎসিত অংশটাকেও
রঙিন মনে হতে পারে ; এবং ভিখারীর মলিন ছিন্ন পোষাককে
তেমন তুচ্ছ মনে নাও হতে পারে।
কঙ্কালসার বৃদ্ধ অথবা মৃত্যুমুখী রিকেটী শিশুকে
দামী ক্যামেরার লেন্সে ধরে রাখবার সাধ হয়
চিত্রশিল্পের বিশেষ রোমাঞ্চকর বিষয়বস্তু বলে।

নগরের বিলাসী জীবনের প্রাসাদ বিপণির ঠাসাঠাসিতে
দরিদ্রের প্রহসন পুত্তলিকার দল নিতান্তই বেমানান।

ইলা রায়

সকালে লেডিস ট্রামে অফিসেতে যায়
ষ্টেনোটাইপিষ্ট ইলা রায়।
হাতে ব্যাগ, বিনুনি, চোখে গোগো গ্লাস,
ছাপা শাড়ী রুমালেতে আতর নির্যাস।
অফিস পাড়ায় কত মেয়ে যায় আসে,
ট্রামে ট্যাক্সিতে কিংবা বাসে,
কে তার খবর রাখে সকাল সন্ধ্যায় ?
কিন্তু সবাই দেখে, যায় ইলা রায়।

টাইপরাইটারে চলে আঙুলের খেলা,
তারপরে পড়ে এলে বেলা
অফিসের ছুটি।
এইভাবে দিন তার কাটে মোটামুটি।
তার চেয়ে হত যদি সাগর দ্বীপের রাজরাণী,
তবু মানি
বিধাতার মস্ত ভুল শুধরে যেত,
যথাযোগ্য মর্যাদা সে পেত।
ছোট্ট তার নাম। ইলা রায়।
গর্ব শুধু তাকেই মানায়।

বন্ধু নেই, নেই কোন প্রিয় বান্ধবী,
মূল্যবান ফ্রেমে আঁটা ক্যানভাসে আঁকা যেন ছবি।
ফুটপাথে হাঁটে সে যে কভু,
দেখলেও একথাটা বিশ্বাস হয় না যেন তবু।
এ মেয়ে কখনও কি ময়দানের কুশ্রী কোলাহলে
শালপাতা ঠোঙা করে ফুচকা খায় তেঁতুলের জলে ?

রেশনের দোকানের লম্বা লাইনে
না তাকিয়ে বাঁয়ে বা ডাইনে
এ মেয়ে কখনও কি রঙ ধোয়া ছেঁড়া থলে হাতে
রেশন ধরতে পারে ?   সকালে বিকেলে সন্ধ্যা রাতে
সাংসারিক প্রয়োজনে দোকানে বাজারে নিজে যায়,
সে কি ইলা রায় ?
ঝুপঝাপ বৃষ্টিতে ভিজে
রিক্সাওয়ালার সঙ্গে ভাড়া নিয়ে দর কষে নিজে ;
দূর থেকে দেখে মনে হয়,
ইলা ছাড়া আর কেউ নয় !
অফিসের পরে টিউশানি,
সংসারে বড় টানাটানি,
বাড়তি টাকার প্রয়োজন,
রুগ্ন পিতা, নাবালক ভাই বোন, তাদের পোষণ।

সব স্বপ্ন বেলুনের ফানুষের মতো
সহজে চুপসে গেছে।   যৌবন বিগত।
বাইরের চূণকামে প্রচ্ছদের শোভা
তবু যত দিন রাখা যায় মনোলোভা ;
প্রাণের তরল নদী দিনান্তে শুকায়,
বাঁচার তাগিদে শুধু বাঁচে ইলা রায়।

নাটক

শীততাপনিয়ন্ত্রিত বিলাসবহুল প্রেক্ষাগৃহে নাটকীয় প্রদর্শনী উপভোগ্য,
নৃত্য গীত অভিনয়ে কুশলী শিল্পীদের তারিফ করতেই হয়।
অবসর বিনোদনের পক্ষে তা অবশ্য নিন্দনীয় নয়।
কিন্তু জনগণের দিকে সতর্ক দৃষ্টি মেলে দিলে
যে নাটকীয় চরিত্রে জীবনে শিল্পসুলভ ঘাত-প্রতিঘাত লক্ষিত হয়,
তার দাম কিছু কম নয়। জীবনযুদ্ধে পরাজিত হলেও
দর্শকদের বাহবা নিশ্চয়ই শিল্পীরা পেতে পারে,
কারণ জীবন আর চরিত্র নিয়েই নাটক রচিত হয়।

নাগরিক

নাগরিক।
জনসমুদ্র। কোলাহল। অভাব। কর্মব্যস্ত জীবন। যন্ত্রণা।
ট্রাম। কুমীরের মতো চলছে।
স্থির ফটোগ্রাফের মতো মানুষগুলো ঝুলছে।
বাস। গতি হারিয়ে হেলে পড়ে মানুষের ভারে। বোঝা।
রিক্সা। ট্যাক্সি। ট্রাফিক জাম। বিরক্তি।

মানুষ আর মানুষ।
ট্রেনের সময়। লক্ষ লক্ষ পিপীলিকা মানুষের ট্রেন।
অফিস। আদালত। স্কুল কলেজ। সিনেমা।
শেয়ার মার্কেট। ব্লাক মার্কেট।
দেওয়া নেওয়ার টাগ অফ ওয়ার।
সাদা কালো টাকার রেস।

রাজনীতি। মিছিল। যুদ্ধ। সংবাদপত্র। হকার। বেকার।
রেল স্টেশন। পকেটমার। পুলিশ ভ্যান। চিত্রতারকা।
ব্যাঙ্ক। ইনসিওরেন্স। দর্জির দোকানে রেষ্টুরেণ্টে লাইন।
কারখানায় ছুটি। ডকের ভোঁ। হাজার হাজার অসুস্থ মানুষের মিছিল

হাসপাতাল। ডাক্তার। নার্স। ব্লাড ব্যাঙ্ক। ক্লান্ত। নিঃশেষিত।
রক্ত নাও। রক্ত দাও। আরও বেড চাই।
চিকিৎসাবিদ্যায় ছাত্রের সংখ্যা বাড়ে। ছাত্রেরা ব্যস্ত।
রোগ বাড়ে। রোগী বাড়ে। মৃত্যু।

ডালহৌসী

সকাল থেকে দুপুর রাত
মিছিল-ভরা ফুটপাথ
পায়ে পায়ে কথায় কথায় গরম হয়ে ওঠে,
হাঁপিয়ে ওঠা ডালহৌসীর অঙ্গে ঘাম ছোটে।
লালদীঘিটা ঘুমোয় কি,
আর কত রাত্রি বাকি—
পোষ্ট অফিসের ঘড়ির কাঁটা বলে।
রাত জাগা সব লাইটপোষ্টের চোখগুলো জ্বলজ্বলে
গভীর রাতে ডালহৌসীতে
কনকনে পৌষ মাঘের শীতে
প্রাসাদতুল্য অফিসগুলো
মাখছে যেন গায়ে ধূলো
ঠাণ্ডা রাতের অরণ্যেতে কেঁদে,
চাবি তালায় হাত পাগুলো বেঁধে।

বামারলরী, বার্মাশেল
ষ্টিফেন হাউস, মার্টিন, রেল—
সবাই যেন ঘুমেতে কাতর,
নেইকো সাড়া, নেই কোন খবর।
শূণ্য পথের শূণ্য বুকে ট্রামের লাইন যত
বেহুঁস হয়ে পড়ে আছে মরা সাপের মতো।

ঋতুর মতো সকাল দুপুর বিকেল রাত
রঙ বদলায় ডালহৌসীর ফুটপাথ।

বিংশ শতাব্দী

আজ এই বিংশ শতাব্দীতে
ঘরে বাইরে অলি গলিতে আনাচে কানাচে—
সব দিকে ছড়িয়ে পড়েছে,
প্রগতির নামে অন্ধ অপপ্রগতির জোয়ারের ঢেউ।

তাইতো ছেলেদের হোটেলে ক্লাবে পার্টিতে
দু'বেলা না গেলে চলে না। মদের গ্লাসে সভ্যতার খাতিরে
আড়ষ্টভাবে দাঁত চেপে ইনিয়ে বিনিয়ে
মেকী মিহি সুরে অনেক বাজে কথা বন্ধুমহলে বলতে হয়:
বিসদৃশ পোষাকে দাঁড়কাকের চাল চলন, এবং
মুখ ভেংচানো বিকৃত হাসি শিখতে হয়েছে।

•তাইতো মেয়েদের, মেক-আপে রূপসী তন্বী মায়েদেরও
মুক্তবক্ষ নীল চোখ ফিরিঙ্গী মেয়েদের ওপর টেক্কা দিয়ে
ঠোঁটে গালে নখে উগ্র রঙ না মাখলে রূপ খোলে না!
ডানা কাটা প্রজাপতিদের ভয়ার্ত হাইহিলের খটখটানি
সিমেণ্ট জমানো ফুটপাথে চকমকির ছন্দ ছড়ায়।

বিংশ শতাব্দীর আশ্চর্য ম্যাজিক লণ্ঠণের রঙিন কাচের পর্দায়
ঘর-মুখো ছেলেরা আর ঘর-হারা মেয়েরা কি অদ্ভুত!
নোঙর করা করা আর নোঙর তোলা নৌকোর মতো
তারা নিরুদ্দেশের খেয়ালী পালের মিথ্যে খুশিতে উদাসী।

নাবিক

দূরের বন্দরে এসে ক্ষণিকের মহার্ঘ বিশ্রামে
নোঙর করেছে এক বিদেশী জাহাজ মধ্যযামে।
দীর্ঘ সামুদ্রিক পাখী। তার ডানা ক্লান্ত বিবশ, মনে হয়,
হাজার হাজার ক্রোশ জলপথে যাত্রার সময়
রুদ্ধশ্বাসে কম্পাসের কাঁটা দেখে হাল ঠিক রাখা,
নাবিক মনের সব রন্ধ্রগুলো সংযমে ঢাকা।
অধৈর্য বদ্ধ মন সুদীর্ঘ প্রতীক্ষার শেষে
মাটির স্পর্শে গন্ধে ধন্য হল বন্দরের দেশে।
মুক্ত হাওয়ায় মেলে জীবন্ত মদিরার ঘ্রাণ,
নরম শীতের ছোঁয়া; হয়ত এখন অঘ্রান,
বন্দরের আলোকসজ্জা, নানাবিধ দোকান পসরা
নাবিকের জন্যে যেন হয়ে ওঠে নিত্য স্বয়ংবরা।
তীরের ব্যাপারী ব্যগ্র ধূর্ত শিকারী;
জাহাজী মানুষ খোস মেজাজেতে উদার ভারি,
তাহাদের কাছে তাই বন্দরের বণিক ভাণ্ডার
প্রচুর মুনাফা রেখে করে লোভনীয় কারবার।

বন্দরে ক্রেনে মাল দিনরাত ওঠা নামা করে,
ডেরিকে সিলিং বেঁধে বড় বড় পেটি আনে ধরে,
হ্যাচের ভিতরে ঢাকা থরে থরে রপ্তানি মাল;
নোঙর তোলার পালা শুরু হবে আজ কিংবা কাল,
তারপর সাগরের ঢেউ ভেঙে ভেঙে ঊর্ধ্বশ্বাসে
জাহাজ চলবে শুধু, যতদিন বন্দর না আসে।
জাহাজের নাতিদীর্ঘ বিশ্ব মাঝে নাবিকের মন
বন্দরে বন্দরে খুঁজে পায় বুঝি মহামূল্য ধন।

হুগলী নদী

হুগলী নদীর গর্ভে একদা শুভ লগ্নে জন্ম নিল,
কলকাতা মহানগরী। জব চার্ণকের ঐতিহাসিক যুগে
বেনিয়াদের ব্যবসার তাগিদে যে শহরের উৎপত্তি,
তার ক্রমরূপান্তরের বিস্তৃত বিচিত্র ইতিহাস
মাতৃ হৃদয়ের অন্তঃস্থলে মমতার হরফে লেখা রয়েছে;
অপরূপা দুলালী কন্যাকে সে আজও বুকে ধরে রাখে।

আজও চলে বেনিয়াদের নিত্য আনাগোনা বেচাকেনা
পসরার আদানপ্রদান তারই তীরে বন্দরে।
আজও আসে দেশ বিদেশের কত ছোট বড় পণ্য তরী
পুরনো দিনের পালের বদলে ইঞ্জিনযুক্ত জলযান,
ষ্টীম বা মোটরচালিত কত দীর্ঘ অর্ণবপোত।
ডকে জেটিতে আজ সারিবদ্ধ ক্রেণের মিছিল
সুষম সংযত নিয়ন্ত্রিত কর্মব্যস্ত প্রহরে প্রহরে
দৃশ্যে সজ্জায় আড়ম্বরে সম্মানিত সমৃদ্ধ।

বাদামী জলের বুকে এলোমেলো মোটরলঞ্চ ষ্টীমার
ডিঙি, খেয়া, বোয়ার নোঙরে আবদ্ধ কত জাহাজ।
ষ্টীমারের বিশেষ সাংকেতিক ভোঁ সতর্ক বার্তা ছড়ায়,
প্রবল বানের অগ্রণী সৈন্যবাহিনী যখন আক্রমন করে;
বিপুল আক্রোশে বিক্রমে ক্রুদ্ধ তরঙ্গরাশি
ঝাঁপিয়ে পড়ে কাদামাটি সেতু গাছ পাথর অথবা
ঘন পলিমাটির মোলায়েম প্রলেপে আচ্ছাদিত
প্রাচীন ঘাটের লক্ষ ভগ্ন সিঁড়ির ওপর।
মার্কারি টিউবে আজ সুসজ্জিত প্রাণপূর্ণ নেপিয়ার রোড
জনসমাকীর্ণ। কর্মক্লান্ত দিবসের সুস্থ সমাপ্তি।

ওপারের জুট মিলে উচ্চ চোঙের কালো কালো ধোঁয়ায়
বটানিক্সের গাঢ় শ্যামলিমা তবু নয়নাভিরাম।

বর্ষায় জেলের জালে ওঠে কত রূপালি ইলিশ
গল্দা চিংড়ী কাঁকড়া রুই কাতলা ইত্যাদি।
নগরের যত গর্ব যত কিছু সুনাম দুর্নাম
যত আবর্জনা যত নিত্যকার অভিশাপ আশীর্বাদ
যুগে যুগে অকাতরে বহন করে সর্বংসহা হুগলী নদী।

বৈদেশিক পর্যটক যাত্রী নাবিকের প্রিয় প্রাচীন তীর্থ
হুগলী নদীর তীরে বিশ্বখ্যাত শহর কলকাতা।
ওপারে অস্তগামী সূর্যের রঙিন স্মৃতি,
এপারের মন্দিরে সান্ধ্য আরতির সাড়া,
মসজিদে আজান, আর গীর্জায় শান্ত উপাসনা।

এই মহা নদীর উৎস হিমালয়ে, বিলুপ্তি সাগরে ;
তার পরিচয় : পুতসলিলা করুণাধারা গঙ্গা।
অনাদি কালের ক্লান্তিহীন অন্তহীন নিত্য প্রবাহে
অনন্তযৌবনা সেই সম্রাজ্ঞী তটিনীর শুভযাত্রার সঙ্গীত
স্বর্গে মর্তে বাঁকে বাঁকে বেদ পুরাণের ছন্দে সংযুক্ত।

মহাশয়

মতিলাল নন্দী
আঁটে ছুঁতো ফন্দী
পয়সার ধান্দায়,
প্রয়োজনে কান্দায়
মেয়ে বৌ ছেলেকে,
বাজারের জেলেকে।
মুদি এবং গয়লা,
হোক মাস পয়লা
ঘুরে ঘুরে হয়রান,
তাগাদায় যায় প্রাণ।
মতিলাল ছেড়ে বাড়ি
উধাও তাড়াতাড়ি,
দেনা শোধে কষ্ট,
বলে না তা স্পষ্ট,
শুধু বলে' 'দেবো কাল।'
সবে বোঝে, এ তো চাল!
তবু বাকি দিতে হয়,
মতিলাল মহাশয়,
ধনী বলে খ্যাতি তার,
না-ই থাক, কিছু আর!

আদালতে মুহুরী,
আছে কিছু উপুরি
জমাজমি যথেষ্ট,
তবুও সে সচেষ্ট
অন্যকে দিয়ে ফাঁকি

পাওয়া যায় কিছু নাকি ?
বন্ধকী কারবার,
সুদে টাকা খাটে তার ।
আগ্রহী আয়েতে,
বিদ্রোহী ব্যয়েতে ।

মতিলাল মুহুরী
পাকা ঘুঘু জহুরী,
মহামানী অতিশয়
মতিলাল মহাশয় ।

মানুষের গাড়ী

টুং টাং মানুষের গাড়ী চলে রাজপথে,
মানুষ চড়েছে দেখো, মানুষেরই টানা রথে ;
সভ্য সমাজে একি আজগুবি সংবাদ,
মানুষের পিঠে চাপে মানুষেরা দিনরাত ?

দুই চার পয়সার মানুষের গর্ব
মানুষের মর্যাদা করছে তা খর্ব !
পদে পদে লাঞ্ছনা অপমান হেলা
মানুষই করেছে দেখো, মানুষের বেলা !

শহরের পথে পথে চলে সারি সারি
পাশাপাশি গরু আর মানুষের গাড়ি।
মানুষের দাম মেলে মানুষকে টেনে,
মানুষকে যন্ত্র বা জন্তু জেনে
দয়া করে মানুষেরা। মানুষ কি ছার !
মানুষে মানুষ কোথা, সে তো জানোয়ার।

দিনে রাতে রোদে জলে চলে অবিরাম
ছিন্ন মলিন বেশে। মাথা থেকে ঘাম
ঝড়ে পড়ে পায়ে পায়ে শুকনো পথে।
ক্লান্তিতে ভেঙ্গে পড়া দেহে কোনমতে
রিকসাটা টেনে নিয়ে পৌঁছবে বটে,
আরোহির নির্দেশে দূর বা নিকটে।
টুং টাং চলে দেখো, মানুষের গাড়ি
পেট যত জ্বলে তত টানে তাড়াতাড়ি।

দৈনন্দিন

সকালে :

রেস্তোঁরায় ফাঁকা রাজনীতির 'স্যাকারিণ' ট্যাবলেট
ধূমায়িত চায়ের পেয়ালায় নিমেষেই নিঃশেষিত।

দুপুরে :

অফিসে কলমপেশা, দিবানিদ্রা ঘরে, পথে হাত সাফাই ;
রোদ্দুরে বিষ্টিতে কিছুমাত্র ক্ষতি নেই।

বিকেলে :

সিনেমা 'কিউ', ময়দানে মিছিল কিংবা খেলার মাঠে গ্যালারী ভরা
তবু যেন ট্রাম বাস পাতলা হয় না।

রাত্তিরে :

রকে গলিতে ক্লাবে সব-জান্তাদের তুমুল জিহ্বা-তর্ক
পাত্রের বিষয়ের অপেক্ষা রাখে না।

অতএব :

রেস জুয়া ড্রিঙ্ক ডান্স নাইট ক্লাব হোটেল রেস্তোঁরায়
জীবনের প্রতি অঙ্গ পূর্ণ যৌবনা।

অসাবধানী

জলদি পায়ে চলতে গিয়ে
হুড়মুড় করে পড়ো যদি সিঁড়ির তলায়,
শয্যা নিতে হবে ডিকসন লেনের জীর্ণ ভাড়াটে বাড়ীর
চূণ-বালি-খসা একতলার ওই অন্ধকার কামরাতেই ;
শুকিয়ে মরতে হবে। ফিনফিনে বাবুটির মতো
কেরানীর গাল ঘুচিয়ে সকালে সন্ধ্যায় বড় রাস্তার মোড়ে
সাঙ্গুভেলী রেষ্টুরেন্টে চপ কাটলেটের শ্রাদ্ধ চলবে না ;
ওয়েলিংটন স্কোয়ারে চীনে মেয়েদের
ভলি বল খেলাও পর্দার অন্তরালেই থেকে যাবে।
যদি পতনটাকেই মেনে নিতে চাও,
এস, তোমায় নীচের তলায় ছেঁড়া মাদুরের শয্যা বিছিয়ে দিই,
দেয়ালের টিকটিকিরা তোমার তাসের আড্ডা জমাবে,
গলি পথের রিকসার টুং-টাং ছন্দকে সেতার মনে করো ;
পাশের বাড়ীর মেয়েরা যখন কড়া মেজাজের কর্তাকে লুকিয়ে
ম্যাটিনী শোয়ে সিনেমায় যাবে, ওদের হাই হিলের খটখটানিতে
নির্বোধের মতো কান পেতো।
চানাচুর কিংবা আইসক্রীম পেলেও পেতে পারো
জানালার ভাঙ্গা গরাদের ভেতর দিয়ে হাত বাড়িয়ে :
গলির সান্ধ্য বৈঠকের খেলার টুকরো খবর
হাওয়ায় ভাসা উড়ো হাসির উচ্ছ্বাসে হয়ত পাবে।

তারপর যমদূত পিওনের পরোয়ানা অফিসের ইস্তফাপত্র
তোমার পায়ের ওই কাঠে জড়ানো ব্যাণ্ডেজটার চেয়েও
হাজারগুণ নির্মম নিদারুণ মনে হতে পারে !

কলেজ ষ্ট্রীট

কলেজ ষ্ট্রীটে দেখেছ কখনো বইয়ের পাহাড় ?
কত দোকানের শো-কেসে বইয়ের কত বাহার !
কলেজ ষ্ট্রীটের এধারে ওধারে ফুটপাথ ভরে
কত যে দোকানী হাঁকাহাঁকি করে দোকান করে।
কত রকমের কাগজ বইয়ের সাজানো দোকান
পাঠকের ভীড়ে হয় না কখনো কিছু বেমানান।

অলিতে গলিতে পথে পথে মোড়ে চাহিদা বইয়ের,
নানা খদ্দের নানা রকমের বই কেনে ঢের,
ছেলেরা কিনছে হত্যাকাণ্ড, ডিটেকটিভ,
যুবক যুবতী উপন্যাসের পাতা ওলটাতে এটেনটিভ,
প্রৌঢ়েরা কেনে ধর্মগ্রন্থ গীতা রামায়ণ,
মেয়েরা কিনছে 'রন্ধনরীতি' কিংবা 'বয়ন' !
বার মাসই চলে বইয়ের বাজার হাটের মতো,
পাইকারী আর খুচরা দরের ক্রেতারা যত।
সরস্বতীর কোলের ওপর পেতে আসন
লক্ষ্মীদেবীও বাণিজ্যেতে আসেন যান।

ছাপাখানা আর কাগজের যত বিক্রেতারা,
ছাড়তে নারাজ কলেজ ষ্ট্রীটের কেতাব পাড়া !
কত লেখকের দু'টাকার বই দু'আনা আনা দামে
মলাট হারিয়ে ফুটপাথে শুয়ে ডাইনে বামে।
বাস ট্রাম ঘিরে নাছোড়বান্দা হকারের দল
গলার সর্তে 'টেলিগ্রাম' হাতে হাঁকে অবিরল।
কলেজ ষ্ট্রীটে খ্যাতনামা হলে কোন গুণী,
দেশ বিদেশে তার সেই খ্যাতি বিস্তারে, শুনি।

প্রতিভার এক বিচিত্রতর কষ্টিপাথর
অলিতে গলিতে প্রকাশকদের দোকানঘর।

কলেজ ষ্ট্রীটের বুদ্ধিকেন্দ্র কফি হাউস,
কে ছাত্র, কে অধ্যাপক, তা নেইকো হুঁস !
গলাবাজি করে বিদ্যা বুদ্ধি হলে জাহির,
শিশু রাজনীতি কফি পেয়ালায় হয় বাহির।
শিল্পী কবি লেখক নাট্যকারের দল,
আড্ডা জমিয়ে মাতিয়ে তোলে এ্যালবার্ট হল।
একবার কেউ কলেজ ষ্ট্রীটের আলাদা স্বাদ
পেলে, রোজই যাবে ঘোচাতে মনের গাঢ় অবসাদ।

অনুযোগ

খবর দিলাম বিকেল বেলায় টেলিফোনে,
সারাটা দিন বিশ্রী বদ্ধ ঘরের কোণে
ভাপসা ঘামে বন্ধ হল দম,
কিন্তু অনুপম,
পাঁচটা থেকে ছটা হল ঘড়ির কাঁটায়,
বুঝব কি, প্রেম তোমার এখন উজান ভাঁটায় ?
আর তো কোন ভরসা না থাকে,
অনিল সুনীল অমল বিমল,—যাকে
হাতের কাছে পাব,
তার সঙ্গেই যাব
সান্ধ্য বিহারে,
তুমি থাক তোমার অহঙ্কারে।

বলবে জানি, 'হঠাৎ পথের মাঝখানে
মোটরখানা বিকল হবে, কে জানে,
তাই তো কথা রাখতে পারি নিকো !'
এ সব মিছে কথাগুলো ডাইরীতে লিখো।

আমার কথার মূল্য কিছু কম
নয়। তা তো জান, অনুপম ?
তোমায় গলায় মালা দেব কি না,
এক্ষুনি তা বলতে পারছি না !

তের নম্বর বস্তি

তের নম্বর বস্তির বাসিন্দারা শহরের ঐতিহ্যের সহচর।
চল্লিশ ঘরের ঘন বসতি। মাঝখানে অত্যাচারিত টিউবওয়েল।
খোলার চাল। বাঁশের বেড়া। আঁকাবাঁকা খোলা নরদমা।

কখনও দজ্জাল খ্যাঁদার মায়ের কলহপ্রিয় কণ্ঠ,
কিংবা নিউ রয়েল অপেরার যাত্রাগানের মরসুমী রিহার্সাল
বস্তির অযথা সোরগোলে বাড়তি ইন্ধন জোগায়।
প্রাণবন্ত তের নম্বর বস্তির চল্লিশ ঘর।

চানাচুরওয়ালা মাধব সাহা পায়ে ঘুঙুর বেঁধে
নেচে নেচে চানাচুর বেচে অলিতে গলিতে পার্কে লেকে।

রঙিন আইসক্রীমের কাঠি প্রাণপণে চুষতে চুষতে মুগ্ধ চোখে
বস্তির অর্ধনগ্ন শিশুর দল ভিড় করে বানরখেলা দেখে।

দুপুরে বস্তির সব চেয়ে সুন্দরী মতিমালা পথে নামে :
পরনে সস্তা চিত্রতারকার মতো উগ্র রঙের নাইলনের শাড়ী,
রুক্ষ এলো চুলে ক্লিপ এঁটে খটখট করে সে পথ চলে,
সখের থিয়েটারে উপনায়িকার নগণ্য ভূমিকা খুঁজতে, অথবা
চৌরঙ্গীর আশেপাশে বাড়তি রোজগারের ফাঁদ পাততে।

সদাগরী অফিসের পিয়ন রামদাস রায় ভদ্র খেতাব দাবী করে,
স্থূলকায়া মাতঙ্গিনী দেবীর ডিগ্রীহীন হোমিওপ্যাথ স্বামীর মতো।

পৌরসভার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সমস্বরে নামতার সুর,
অবাধ্য অগণিত কিশোরের রবারের বল খেলার উৎসব,
বিয়ে বাড়ীর লাউড স্পীকারে সিনেমার গানের বিকৃত প্রচার
তের নম্বর বস্তির গতানুগতিক জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ।

ওয়াগান ব্রেকার বিশ্বনাথকে পুলিশ হেফাজতে জেনে,
কিংবা বাজারের আড়তদার সনাতন মুদিকে বেহুঁস মাতাল দেখে
কেউ বিস্মিত হয় না। বস্তির কলের জল নিয়ে নিত্য কলহ,
মৃতের সৎকারের আন্তরিক সমারোহ, আর্তের স্বার্থহীন সেবা,
পরস্পরের ঈর্ষা কলহের সাথে দয়া মায়া কর্তব্যও
তের নম্বর বস্তির চল্লিশ ঘরের যৌথ পরিবারে সীমাবদ্ধ।

শিকার

ওরা কজন পিকনিকে গিয়েছিল।
কফির পেয়ালায় বান্ধবীদের সঙ্গে গল্পের বিষয়বস্তু ছিল 'শিকার',
বিচিত্র রঙে রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতায় বর্ণিত কাহিনী।

কমল বলছিল, তার কাকার বাঘ শিকারের নাটকীয় ঘটনা।
সুমিতার গায়ে ভয়ে কাঁটা দিল। ভয়ঙ্কর শিকার, বটে!
অশোকের মুখে তার মামার ভালুক শিকারের কথায় শিপ্রা জড়োসড়ো।

মন্টু বলছিল, সমাজের ছেলেধরা মেয়েদের শিকার কাহিনী;
কেমন করে বিড়ালছানার মতো নিরীহ ছেলেরা হয় শিকার।
কত সংসার ভাঙে। কত উপন্যাসের উপাদান দানা বাঁধে।

কত মায়ের কত মেয়ের অশ্রু, বুকভরা অভিশাপ। সর্বনাশীদের গায়ে
ফোসকা পড়ে না। কত শিকার ব্যর্থ, অথবা সার্থক। শুধুমাত্র
আত্মঘাতী খেলার নেশায় দগ্ধ হয় কত শিকার।

ওরা কজন চুপ করে শিকারের কাহিনী শুনল। সুমিতা কাঁদছে।
শিপ্রা রাগে ফুলছে। রুমি অনেকক্ষণ আগে উঠে চলে গেছে।

কেরানী

কেরানী, বন্ধু কেরানী,
জীবন তোমার কতটুকুই বা জানি !
যেটুকু জেনেছি : তুমি দাস পরাধীন,
স্বাধীন মনেরে করিয়াছ তুমি গভীর আঁধারে লীন,
তুমি স্বাধীনতাহীন !

কলের পুতুল যেন তুমি পোষা পাখী,
তোমার জীবনে কামনা বাসনা কিছু আর নেই বাকি।
যৌবনে তব ঘোষিত হয়েছে বার্ধক্য ইতিহাস,
সমুখে মৃত্যু-ফাঁস।
শৈশব আর বৃদ্ধকালের মাঝখানে শুধু ফাঁকা,
যৌবন-সেতু জলের রেখায় আঁকা।

দশটা পাঁচটা বড়বাবু আর গৃহিনী কন্যাপুত্র,
তোমার জীবনে এরাই রচেছে ঊর্ণনাভের সূত্র :
এরাই জীবনে তব।
বিচিত্র অভিনব।
তোমার জীবনের এদের এনেছ জীবনটাকে শুকোতে,
যৌবন থেকে লুকোতে।

জীবনে তোমার আকাঙ্ক্ষা কিছু নেই।
নত মস্তক উন্নত কর নেই,
শাসনে দমনে শয়ন দুঃসাহস—
ঝাঁপির ভেতরে সর্পের ফোঁসফোঁস।
কোনমতে বাঁচা কোনমতে দিন গোনা,
আকাশ-কুসুমে স্বপ্নের জাল বোনা।

গৃহিনীর কাছে দিনান্তে এসে বীর,
পৌরুষ তব নিজেরে করে জাহির
তোমার বেদনা বুঝবে না কেউ আর,
তবুও কি তব বেঁচে থাকা হবে ভার ?
তোমার মতন হাজার কেরানীকুল
নিজের ছোট্ট জগতেই মসৃগুল,
সুখেই রয়েছে, থাকবেও চিরকাল,
যতই বদলে যাক না দেশের হাল।

কেরানী আলাদা জাতের মানুষ হয়,
মজদুর বা কৃষাণের মতো নয়,
কোদাল কাস্তে হাতুড়ির কড়া শব্দ
সস্তা দামের কলমের কাছে জব্দ।
কেরানী তাহার কলমে হিসেব আনে
কোটি কোটি টাকা লাভে বা লোকসানে,
দেশের অগ্রগতির চক্রে ভবিষ্যতের ধ্বনি
প্রতিদিন তোলেকাটি কেরানার দুর্বার লেখনী।

কেরানী, বন্ধু কেরানী,
তোমাকে তবু কতটুকুই বা জানি !

বেকার

কলেজের চৌকাঠ সক্ষম স্নাতক হল পার
বিংশ শতাব্দীর এক যুবক বেকার।
কত যে বছর যায় নিমেষের মতো,
তবু শেষ হয় না তো সীমাহীন পথ!
দ্বার থেকে দ্বারে দ্বারে ঘুরে মরি একা
ভিখারীর মতো। তবু কোথা নেই লেখা
'কর্মখালি' এই সোজা সত্য কথাটুক,
তপ্ত দীর্ঘশ্বাসে তাই ভরে শূন্য বুক।
সংবাদপত্রের 'কলম' চষে চষে চক্ষু হল কাণা,
অফিসে অফিসে নিত্য দিই ব্যর্থ হানা।
কখনও বা ডালসৌসীর উষ্ণ ফুটপাথে
নামাবলীধারী কোন জ্যোতিষীর হাতে
হাতখানা তুলে দিই। ভাগ্য গণনার
অনেক খবর শুনি সুপ্ত বাসনার;
মনে মনে মেলে কত কল্পনার মিল।
একটি আধুলি খোলে হৃদয়ের খিল।
ভাবি কত স্বপ্নে ঘেরা জীবনের রূপ,
আগামী দিনের রঙে আমি নিশ্চুপ
ব্যর্থ মোহে আশা স্বপ্নে হয়েছি মগন,
জেগে কাটিয়েছি কত দিন রাত ক্ষণ।
বৈশাখের দগ্ধ রোদ্রে, শ্রাবণ বর্ষণে
বৈচিত্র্য বুঝি নি নির্বিকার এই মনে!
রিক্ত রুক্ষ হাহাকার ভরেছে হাওয়ায়
যাযাবরী জীবনের অনন্ত চাওয়ায়।
বুভুক্ষু স্পন্দিত বক্ষে তবু বেঁচে আছি
আজও এই নগ্ন পৃথিবীর কাছাকাছি।

ছেলেরা মেয়েরা

ছেলেরা শৈশবে চঞ্চল।
মেয়েরা ভাবুক।

ছেলেদের কৈশোরে দৌড় শেষ। বাজিমাত।
মেয়েরা চলছে। চলবে।

ছেলেরা যৌবনে ব্যর্থ জ্ঞানের ভাগে প্রৌঢ়।
মেয়েরা স্থির। ভালমন্দের মাপকাঠি তাদের করায়ত্ত

ছেলেরা প্রৌঢ়ত্বে অর্ধমৃত।
মেয়েরা তন্দ্রালু।

ছেলেরা বার্ধক্যে জঙ্গম। স্থিতি যেন জলের রেখা।
মেয়েরা প্রতিষ্ঠিত। করুণাময়ী নদী।

মোটরগাড়ী

রাজপথের তপ্ত প্রশস্ত মসৃণ বুকে
অহংকারী তোমাদের মোটরগাড়ী ভ্রুক্ষেপহীন।
পলাতক পদক্ষেপে রাস্তা পার হই
নির্জীব প্রাণটাকে মরার মতো বাঁচাতে।
নিরীহ ভীরু পথিক। আমরা।
উগ্র শাসনমাথা তীব্র হর্ন
আমাদের কালা কানে মর্মভেদী বজ্রসম বাজে।
কোমল গদিতে মাখনের মতো নরম গা এলিয়ে
ফুরফুরে শিথিল হাওয়ায় তন্দ্রালু তোমরা
চালকের পোশাক উষ্ণীষের পাহারায় সমুজ্জ্বল।
চকচকে তোমাদের মোটরের গায়ে মুখ দেখি।
দেখি গাল-ভরা খোঁচা দাড়ি, মলিন সার্টের টুকরো,
অথবা কোটর-নিমজ্জিত তামাটে চোখের মৃত চাহনি।
তোমাদের সোনার বোতাম ঝোলানো সিল্কের পাঞ্জাবী
রাজপথ করে 'ইভনিং প্যারিসে' মসৃগুল,
আর আমাদের বুভুক্ষু নাসারন্ধ্রের পীড়ন।

সকালে সন্ধ্যায়:
আমাদের মর্মন্তুদ্ ভীড় বাসষ্টাণ্ডে বা ট্রামষ্টপেজে;
তোমাদের মোটরগাড়ি তখন সংযত, সারিবদ্ধ
চৌরঙ্গীর হোটেলগুলোর সামনে, কিংবা
বিদেশী ছবি-পোষা খুসীঘরগুলোর পাশে।

দশটায় পাঁচটায় পথে পথে আমরা বাদুড়;
মোটরের ঠেলাঠেলিতে ট্রাফিক কনষ্টেবলের ডায়েরী ভরা,
আমাদের অফিস-লেট।

দৈনিক কাগজে কত মোটর দুর্ঘটনা খবরের রূপে আসে,
এলগিন রোডে কিংবা হাওড়ার মোড়ে
কুলি কিংবা কেরানীর চাপা পড়ে মরা :
এ সব তো নিত্য শোনা, দেখা আর জানা
তোমাদের মোটর-মহিমা।

হাজার হাজার দামী মোটরের কাছে
আধ-পেটা ধূলো খাওয়া জীবন কি ছার !

কালো টাকা

কালো বাজারে মেলে কালো কালো টাকা
রাতের আঁধারে তার পথ আঁকাবাঁকা।
কত মানুষের কত রক্তের দামে
কত মানুষের পায়ে মাথার ঘামে
কালো টাকা পথ করে নেয় অনায়াসে
কালো বাজারেতে বার মাসে।

কালো টাকা অদৃশ্য বর্ণচোরা আম,
আসলে মাশুলে ফাঁকি, কিবা তার দাম ?
কষ্টের কড়ি নয়, চুরি বেমালুম,
টাকার হিসেবে তাই নেই কোন ধূম।
চুপিচুপি গচ্ছিত চোরের মতন
অন্ধকার গহ্বরে অন্ধ গুপ্ত ধন।

আসল রঙটি তার যায় কি জানা ?
জানো, কালো বাজারের ঠিকানা ?

অপহরণ

দেখলুম ঘুম-ভাঙা আলুথালু তোমাকে
জানালার নীলাভ পর্দার ফাঁকে
ফোলা ফোলা চোখে আর এলোমেলো চুলে,
কুঁড়ি-ফোটা কমলের দল তুলতুলে
গোছা গোছা অগোছালো যেমন মানায়,
তেমনি তোমাকে দেখলুম আয়নায়।

দরজা বন্ধ করে কুঁজো থেকে ঢেলে
কাচের গেলাসে ঢকঢক জল খেলে।
তারপর ধবধবে বিছানার পরে
আবার গড়িয়ে নিলে 'উঠি উঠি' করে।
শিয়রে বালিশে চাপা কবিতার খাতা,
মেঝেতে কাশ্মিরী লাল গালিচা পাতা।

আবার ঘুমের জাদু মৃদু স্পর্শ দিল,
নিঃশব্দে তোমাকে যেন চুরি করে নিল।

পরস্পর

তুমি আমি এবং সে আত্মকেন্দ্রিক।
স্বার্থপর। নিষ্ঠুর অর্থনীতির কঠিন বাহু
দুর্ভেদ্য প্রাচীরের বেষ্টনে আবদ্ধ রাখে
প্রেম মমতা স্নেহ কর্তব্য মনুষ্যত্ব।
নিতান্ত অর্থের জ্যামিতিক মানদণ্ডে
আহ্লাদ আকাঙ্খা আকর্ষণের বিশ্লেষণ।

পরস্পরের অন্ধ শিবিরে আমরা বন্দী ;
বেঁচে থাকার সীমাবদ্ধ শপথে
লেন-দেনের সন্ধিপত্রে সন্তর্পণে স্বাক্ষর দিয়েছি।

তোমার জগতে তুমি একান্ত একা :
তোমার জন্যে আমাকে যেটুকু প্রয়োজন,
তুমি শুধু সেটুকুই মেপে নাও,
আর কিছু ভবিষ্যতের ভাণ্ডে সঞ্চিত। আমিও তাই

যান্ত্রিক জীবনের পরিচিত কাঠামোর মধ্যে
পিঞ্জরাবদ্ধ মুক্তিকামী কাকাতুয়ার মতো
অভ্যস্ত উদ্বেগে সমাপ্তির অনিশ্চিত অপেক্ষা।

পরস্পরের যন্ত্রণা অনুভূতি হারায়,
পরস্পরের প্রেমের সেতু ভেসে যায়,
একক সত্তার উত্তাপহীন অভিযানে
পাশাপাশি পরিচিত অধিবাসী
তুমি আমি এবং সে।

প্রেমমূর্তি

আমাকে একটি সুন্দরী হরিণী দাও !
আমি তার সঙ্গে কুটিরে বাস করব,
আমি তার সঙ্গে উদ্যানে খেলা করব,
নির্জনতায় তাকে ভালবাসব।

আমাকে একটি সুন্দরী হরিণী দাও !
আমি তরবারির আঘাতে তাকে হত্যা করব,
তার সুস্বাদু মাংস ভক্ষণ করব, তার তপ্ত রক্ত পান করব,
আমার প্রেমমূর্তি অঙ্কিত হওয়ার আগে।

অপরিচয়

হিন্দু মুসল বৌদ্ধ জৈন শিখ,
বলব কি অধিক,
সবার দেহে রক্ত মাংসের স্বাদ
একই রকম। কেউ রবে না বাদ,
মাটির সাথে মিশবে দেহ অবশেষে,
আত্মা পুনঃ যুক্ত হবে পরমেশে।

তবু দ্বন্দ্ব ভেদাভেদের খেলা,
নানা ভাষা নানা মতের মেলা!
মিশর ভারত তুর্কী কিংবা আরব,
বৃটেন রাশা মার্কিণ—আরও সব
যতদূরেই বাস করুক না কেন,
এই মাটির মানুষ সবাই। যেন
ভাইয়ের মতো পাশাপাশি রয়,
তবু কেন তাদের মাঝে হানাহানি হয়!

সন্ধি

আলো চাই, আশা চাই,
জীবনের পথে বাঁচার মতো
এতটুকু ভালবাসা চাই।
অন্ন বস্ত্র না পেলাম,
ধনীর দম্ভকে সেলাম।
তুচ্ছ জীবন, আজ মনে হয়, নিছক ব্যর্থ তামাসাই ;
তবু প্রীতি মৈত্রী শপথে, এসো
নতুন স্বর্গ গড়ি খাসাই।

মানুষে মানুষে হোক সন্ধি,
হৃদয়ে থেকো না কেউ বন্দী,
নতুন সূর্য ওই উঠেছে, দেখো
তার সাত রঙে রাঙা জীবনের অমর ভাষাই।

বন্ধ দুয়ার খোলো,
হিংসা দ্বন্দ্ব ভেদাভেদ ভোলো ;
জীবনকে কর মধুময়,
ফুলের মতো যেন সে হয়,
চেয়ে দেখো, দিগন্তে হাতছানি দিয়ে ডাকে নতুন ঊষাই

তুমি বড, আমি ছোট যদি,
সমুদ্রে মেশে না কি নদী ?
ওই শোন, মিলনের দুন্দুভি বাজে,
সাম্যের শুভ্র পতাকা এবার উড়বে এখানে হামেশাই !

স্মাগলার

জনসমুদ্রে নিমজ্জিত কালো মুকুটে পরিচিত ধূর্ত সম্রাট
পালকির মতো কোন সুটকেসে হ্যাণ্ডব্যাগে অতি সন্তর্পণে
সূর্যহীন বাঁকাচোরা গলিপথে অপহৃত সম্পদ নিয়ে
আনাগোনা করে, যেন নিহত আশার ঠাণ্ডা নির্বিকার শব।

স্মাগলারের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তামসী রাত্রির কুশ্রী ঘন অন্ধকারে
কৃষ্ণবর্ণ বিড়াল বা ডোরাকাটা দুর্দান্ত নেকড়ের শিকারী চোখে
অতিশয় সতর্ক স্বচ্ছ রেখায় হয় প্রতিফলিত।
কখনও দুর্গন্ধময় নরকেরই গুপ্ত কোন জুয়ার আসরে
অথবা তাসের ঘরে পুতুল খেলার অদ্ভুত মজা তামাসায়
তাদের মতন করে আর কোন শয়তান কি বাজী মাত করে?

বিমান বন্দরে কিংবা সুদূর সমুদ্র পারে স্বর্ণ হীরক মাদক
আন্তর্জাতিক বৃহৎ পণ্যের গুপ্ত হাটে চলে বেচাকেনা,
কোটি কোটি কালো মুদ্রা দাবার ছকের পরে বিজয়ী ঘোড়ার মতো বেগে
টেক্কা দিয়ে উড়ে আসে দ্রুত কদমের তালে যাদুর বাক্সে।
জনতার সিংহদ্বারে সম্রাট ছদ্মবেশী কালো মুকুটে
ভেল্কীবাজির মন্ত্রে আপাততঃ জমকালো চকমকি মণি।

ইতিহাস

ইতিহাস, তুমি নিরব থেকেছো।
শত শত বছরের কোটি কোটি ছিন্ন মলিন কাহিনী
তুমি তো লিপিবদ্ধ করো নি !
জীবনের খাতার পাতায় আমাদের সব স্বাক্ষর মুছে দিয়েছো।

তুমি তো দেখেছো দারুণ দুর্ভিক্ষের ঝড় !
মাছির মতো ঝাঁকে ঝাঁকে অনাহারে আমরা মরেছি,
ফ্যানের জন্যে কাঙাল হয়ে দ্বারে দ্বারে কেঁদেছি,
ফুটপাথে, ড্রেনে, বস্তির ফুটো চালের তলায় মাথা গুঁজেছি,
কলেরা, মহামারীতে নি:শেষিত হয়েছি।
ইতিহাস, তুমি তবু নিরব থেকেছো।

কলে কারখানায় ক্ষেতে খামারে
আমরা ইস্পাতের মানুষ
রুটির দামে রক্ত বিকিয়েছি,
তবু পেট ভরে নি। দুনিয়ার কামানের বারুদে
আগুন জ্বালিয়েছি প্রাণের সলতেয় ;
আকাশের গ্রহ-নক্ষত্র তার সাক্ষী,
সাক্ষী সমুদ্র, পর্বত, পৃথিবীর মাটি।
ইতিহাস, তবু তোমার ঘুম ভাঙে নি।

কোনদিন আমরা যদি গড়তে পারি
ইস্পাতের কোটি কোটি মানুষের হাতে ইস্পাতের কারখানা,
কঠিন দেয়ালে ঘেরা নতুন কোন পৃথিবী,
সেদিন ইতিহাস, তোমার রঙ বদলাবে।
সেদিন ইস্পাতের কলমে লেখা হবে ইস্পাতের পাতায়
শত শত বছরের মুছে যাওয়া কোটি কোটি ছিন্ন মলিন কাহিনী।

অঙ্গীকারে

বৃক্ষমূলে রাশিকৃত শুষ্ক পত্র পুড়িয়ে দাও,
জীর্ণ পঙ্গু এই সমাজ দুমড়ে মুচড়ে গুঁড়িয়ে দাও
শীতের শেষে কিশলয়ের আগমনের সাড়া
সবুজ বনের তরঙ্গে দেয় নাড়া।
ক্লান্ত দিনের অবসানে
স্নিগ্ধ রাত্রি জোনাকিদের আসর ডেকে আনে।
ব্যর্থ গানের শেষ কলিটি যে প্রাঙ্গনে ঝরে
নিরব অবসরে,
সেথায় মহাসঙ্গীতের শুভ সূচনা
সরব মূর্চ্ছনা।

হাজার প্রাণে হাজার প্রদীপ জ্বালো,
রোশনাই তার দূর করে দিক কালো
দিগন্তের পারে ;
আগন্তুকের পদধ্বনি বাজুক বেতারে।

শুষ্ক পত্রে মর্মর সেই ধ্বনি
উঠবে না স্বনস্বন
চৈত্রী হাওয়ার ঘূর্ণি গতির চাপে।
অগ্নিদগ্ধ পত্ররাজি প্রবল উত্তাপে
ভস্মস্তূপ। আবর্জনা জঞ্জাল
ফসিল কঙ্কাল।
নব জীবন নব অঙ্গীকারে
জন্ম নেবে শেষ প্রহরে রাতের অন্ধকারে।